ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৯৩১
আগরতলা,৩ অক্টোবর,২০১৯

ডেমো রেল পরিষেবা শুরু
রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে কাজ করছে : মুখ্যমন্ত্রী

যাত্রীসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের সুবিধার্থে রাজ্যে প্রথমবারের মতো শুরু হলো ডেমো রেল পরিষেবা। আজ আগরতলা রেলস্টেশনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পতাকা নেড়ে আগরতলা-সাব্রুম এবং আগরতলা-ধর্মনগর ডেমো পরিষেবার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সে সময় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, পরিবহণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় সহ অন্যান্য অতিথিগণ। ডেমো রেল পরিষেবার পাশাপাশি বিলোনীয়া থেকে সাব্রুম পর্যন্ত নতুন রেললাইনেরও উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাজ্য সরকার যাত্রীদের সুবিধার্থে দুর্গাপূজার আগে ডেমো রেল পরিষেবা চালু করার অঙ্গীকার করেছিলো। আজ এই কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সহ রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল পরিষেবার ক্ষেত্রে যে সকল কাজ করেছে তাতে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে ত্রিপুরা। এই সময়ের মধ্যেই রাজ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী, হামসফর, কাঞ্চনজঙ্ঘা, দেওঘর, রাজধানী সহ ৬টি এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে সিঙ্গেল ট্র্যাক থাকার কারণে এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি প্রতিদিন চলাচল করতে পারে না। ধর্মনগর-কৈলাসহর-পেচারথলের মধ্যে ৪১.৭৫ কিমি রেলপথ নির্মাণের জন্য সমীক্ষার কাজ চলছে। এবছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সমীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর রেল ট্র্যাকের কাজ শুরু হবে। এরজন্য ব্যয় হবে ১৭১৩ কোটি টাকা। এই রেলপথের মাধ্যমে কৈলাসহরকেও রেল পরিষেবার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া সম্ভব হবে। এছাড়াও ধর্মনগর-পেচারথল-খোয়াই-আগরতলা-বিলোনীয়া পর্যন্ত বিকল্প রেলপথ নির্মাণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ২০২০ সালের মধ্যে সমীক্ষার কাজ শেষ হলে রেল ট্র্যাকের কাজ শুরু হবে। বিকল্প এই রেলপথটি তৈরি হলে এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিকে আরও বেশি করে চালানো যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বিকল্প এই রেলপথ নির্মাণে রাজ্যে ৬-৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। তাতে রাজ্যের জিডিপি বাড়বে, রোজগার সৃষ্টি হবে এবং পরিকাঠামো সৃষ্টি হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এখন কোনও কিছুর জন্য আন্দোলন করতে হয় না। বিনা আন্দোলনেই প্রধানমন্ত্রীজি রাজ্যের জন্য সব ব্যবস্থা করে দেন। বাংলাদেশ থেকে রাজ্যের সোনামুড়া পর্যন্ত গোমতী নদীর জলপথকে ব্যবহার করার জন্য দিল্লিতে ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মিলিত হবেন।

***২-এর পাতায়

এই জলপথটি ইন্টারন্যাশনাল প্রোটোকল রোড হিসেবে ঘোষিত হলে রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে। এছাড়াও বাংলাদেশের চিটাগাং বন্দরকে খুলে দেওয়ার জন্য দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। তাতে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। তিনি বলেন, সম্প্রতি নর্থ-ইস্ট কাউন্সিলের বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে দেশের শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রাজ্য সরকারও ত্রিপুরাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজ্যের দর্শনার্থীরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে দুর্গাপূজার আনন্দ উপভোগ করতে পারেন সেজন্য পূজার চারদিন সারারাত ডেমো পরিষেবা প্রদানের জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারকে প্রয়াস নেওয়ার আবেদন রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, আজকের দিনটি রাজ্যবাসীর জন্য ঐতিহাসিক। দেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় আজ এই পরিষেবা শুরু সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের যে সকল এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি চলাচল করে তাতে রাজ্যের জন্য ভি আই পি কোটায় ১০০ সিট বরাদ্দ রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবি জানিয়েছি। এছাড়াও আগরতলা রেলস্টেশনকে অত্যাধুনিক করার জন্যও আবেদন জানানো হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে রেল পরিষেবা উন্নয়নের ফলে দিল্লি এখন আমাদের থেকে দূরে বলে মনে হয় না।

অনুষ্ঠানে পরিবহণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই রাজ্যে ৬টি এক্সপ্রেস ট্রেন চালু হয়েছে। ফলে রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার সঞ্জীব রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়াও বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, বিধায়ক মিমি মজুমদার, বিধায়ক সুধন দাস, বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী, মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব এল এইচ ডার্লং উপস্থিত ছিলেন।

*****